## মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন -১৯৫০ ও এর ধারা ০৩ অনুযায়ী প্রণিত মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৮৫ অনুযায়ী.....

- নভেম্বর হতে জুলাই মাস পর্যন্ত ০৯ মাস ৩০ সেন্টিমিটার/ ১২ ইঞ্চির ছোট আকারের পাঙ্গাস (*Pangasius pangasius*) ধরা, নিজের দখলে রাখা, বহন, পরিবহন বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। (বিধি-০৯)
- নভেম্বর হতে জুন মাস পর্যন্ত ০৮ মাস জাটকা (২৫ সেন্টিমিটারের (৯.৮৪ ইঞ্চি) ছোট আকারের ইলিশ) ধরা, নিজের দখলে রাখা, বহন, পরিবহন বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। (বিধি-০৯)
- এপ্রিল থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত ০৫ মাস ৩০ সেন্টিমিটার/ ১২ ইঞ্চির ছোট আকারের বোয়াল মাছ ধরা, নিজের দখলে রাখা, বহন, পরিবহন বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। (বিধি-০৯)
- ফেব্রুয়ারী থেকে জুন মাস পর্যন্ত ০৫ মাস ৩০ সেন্টিমিটার/ ১২ ইঞ্চির ছোট আকারের আইর মাছ ধরা, নিজের দখলে রাখা, বহন, পরিবহন বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। (বিধি-০৯)
- চাষের উদ্যেশ্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিবছর জুলাই হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ ইঞ্চি) ছোট আকারের কাতলা, রুই, মৃগেল, কালিবউস, ঘনিয়া মাছ ধরা, নিজের দখলে রাখা, পরিবহন করা বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। (বিধি-০৯)
- আফ্রিকান মাগুর মাছের প্রজনন, চাষ , নিজের দখলে রাখা, পরিবহন বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। (বিধি-১৮)
- পিরানহা মাছের প্রজনন, চাষ , নিজের দখলে রাখা, পরিবহন বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। (বধি-১৬)
- নদী-নালা, খাল-বিলে স্থায়ী স্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য আহরণ করা নিষিদ্ধ। (বিধি -০৩)
- নদী-নালা, খাল-বিলে স্থায়ী/ অস্থায়ী বাঁধ বা কোন রকম অবকাঠামো নির্মান করা নিষিদ্ধ। (বিধি-০৪)
- বিষ প্রয়োগ, দূষণ, বানিজ্যিক বর্জ্য এর মাধ্যমে মাছ ধবংশের পদক্ষেপ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। (বিধি-০৬)
- উপকুলীয় অঞ্চলে মাছ ও চিংড়ির পোনা আহরণ ও আহরণের কারণ সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। (বিধি-০৮)
- ফিক্সড নেট/ স্থিরকৃত জাল ( বেহুন্দী, বাঁধা, খুটা অন্যান্য) দিয়ে মাছ ধরা সারা বছর নিষিদ্ধ। (বিধি-১২ খ) ও বিধি-০৩।
- মশারী,বেড়, জগৎবেড়, কাথা, টানা জাল ( ০১ সে.মি. এর ছোট ফাঁস) দিয়ে মাছ ফাল্গুন থেকে শ্রাবন মাস নিষিদ্ধ। (বিধি-১২ ক)।
- প্রতি বছর নিম্নলিখিত অভয়াশ্রমে নিম্নলিখিত সময়ে সকল ধরনের মাছ ধরতে, বিক্রয় করতে, পরিবহন করতে, প্রদান করতে বা নিজস্ব এখতিয়ারে রাখতে পারবে না। (বিধি-১৩)

  সেগুলো হলো-
  - চাঁদপুর জেলার ষাট নল থেকে লক্ষীপুর জেলার চর আলেকজান্ডার পর্যন্ত ১০০ কি. মি.), মার্চ-এপ্রিল।
  - ভোলা জেলার চর ইলিশা থেকে চর পিয়াল পর্যন্ত ৯০ কি.মি., মার্চ- এপ্রিল।
  - ভোলা জেলার চর ভেদুরিয়া থেকে পটুয়াখালীর চর রুস্তম পর্যন্ত, ১০০ কি.মি., মার্চ-এপ্রিল।
  - পটুয়াখালীর জেলার কলাপাড়ার আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কিঃমিঃ এলাকা। নভেম্বর- জানুয়ারী।
  - শরিয়তপুর জেলার নরিয়া-ভেদরগঞ্জ, মার্চ- এপ্রিল
  - বরিশাল জেলার তিনটি স্থান; সদর, মেহেন্দীগঞ্জ ও হিজলার ৮২ কি.মি. , মার্চ-এপ্রিল।
- এই আইনের আওতায় বাজেয়াপ্ত মাছ এতিমখানা, গরীব, দুস্থদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করতে হবে। (বিধি- ১০ (১) এ)
- বায়েজাপ্তকৃত ফাদ, খাঁচা, নৌকা, যন্ত্রচালিত নৌকা, যানবাহন পাবলিক অকসনের মাধ্যম বিক্রি করতে হবে। (বিধি-১০ (১) বি)
- বায়েজাপ্তকৃত জাল তিনজন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে ধবংস করতে হবে। ( বিধি-১০ (১) সি)
- মৎস অফিসার বা সাব ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার নীচে নহেন এমন পুলিশ অফিসার এর রিপোর্ট বা অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনে অপরাধ আমলে নিবেন না । (ধারা ০৭)

- মাছচাষের উদ্দেশ্য ছাড়া উন্মুক্ত জলাশয় সম্পূর্ণ শুকিয়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ। (বিধি-১৭)

  উপরিউক্ত বিধি লংঘনের শাস্তি কমপক্ষে ০১ বছর থেকে সর্বোচ্চ ০২ বছর সশ্রম কারাদন্ড বা সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ড। ধারা ৫(১)

- কোন ব্যাক্তি কারেন্ট জাল তৈরী, বুনন, আমদানি, বাজারজাত, মজুদ, বহন, পরিবহন, অধিকার, দখল, ব্যবহার করতে পারবেননা। (ধারা ০৪ ক (০১)

  কোন ব্যক্তি কারেন্টজাল তৈরী, বুনন, আমদানি, বাজারজাত বা মজুদ করলে কমপক্ষে ০৩ বছর থেকে সর্বোচ্চ ০৫ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড। ধারা ৫(২)ক।

  কোন ব্যক্তি কারেন্টজাল বহন, পরিবহন, অধিকার, দখল বা ব্যবহার করলে কমপক্ষে ০১ বছর থেকে সর্বোচ্চ ০৩ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং সর্বোচ্চ ০৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড। ধারা ৫(২) খ

**প্রচারে: সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী।**